শিশুকন্যা নির্যাতনে অভিযুক্ত ভিন রাজ্যে পালিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না

অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল সনাতন

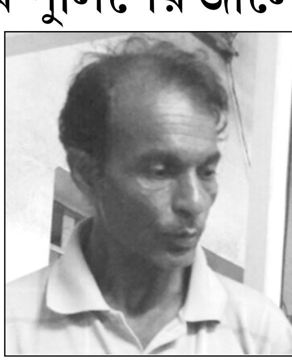

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ গ্রেফতারি এড়াতে ভিন রাজ্যে গিয়েও শেষ রক্ষা হলনা। টানা দু-সপ্তাহ ধরে তল্লাসি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেল পুরুলিয়ায় সুঁচ কাণ্ডে শিশুকন্যা মৃত্যুর ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত সনাতন ঠাকুর। বাংলা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কয়েকটি থানা এলাকায় তল্লাশির পর তার খোঁজে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ সন্ধান চালাচ্ছিল। প্রত্যাশা মতোই সেই রাজ্য থেকেই ধরা পড়ল সে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উত্তর প্রদেশের সোনভদ্র জেলার প্রত্যন্ত জনপদ পিপড়ি গ্রামের একটি মন্দির থেকে শনিবার ওই বৃদ্ধকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পেরেছিলেন, বাংলা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্য ঘেঁষা এই এলাকাটিতে যাতায়াত ছিল সনাতনের। এখানেই সাধুর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকা ওই ব্যক্তিকে ধরে ফেলে পুলিশ। এর জন্য পুলিশকেও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ পুলিশও তাতে সহায়তা করেছে। সূত্রের খবর, গ্রেফতারের পর স্থানীয় আদালতে তোলা হয়। আপাতত ৬ দিনের জন্য পুলিশি রিমাণ্ডে পাওয়া গেছে তাকে। ট্রানজিট রিমাণ্ডে পুলিশের একটি দল তাকে পুরুলিয়ায় নিয়ে আসছে। সম্ভবত মঙ্গলবার পুলিশ তাকে নিয়ে পুরুলিয়ায় পৌঁছাবে। সনাতন ধরা পড়ায় শিশুমৃত্যুর আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ। পুরুলিয়া মফস্বল থানার নদীয়াড়া গ্রামের সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যা সুপ্রিয়া গোস্বামী মারা যাওয়ার ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত মৃত শিশুর মা মঙ্গলা গোস্বামীকে আগেই গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ।

আপাতত সে জেল হেফাজতে রয়েছে। মঙ্গলাকে জেরা করে ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পর্কে অনেক তথ্যই পেয়েছে পুলিশ। প্রথম দিকে মঙ্গলাদেবী নিজেকে সনাতনের পরিচারিকা বলে পরিচয় দিয়ে আসছিলো। গ্রেফতারের পর স্বীকার করে গত বছর দোল উৎসবের সময় সে সনাতনকে বিয়ে করেছিল। তারপর থেকে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকতো। তবে তারা সাধারণ মানুষ এমনকি প্রতিবেশীদের সঙ্গেও দূরত্ব রেখে চলত। বুড়ো বয়সে তরুণীকে বিয়ে করার ক্ষোভে তার দুই ছেলে, বউ, নাতি কেউ সনাতনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখেনি। এমনকি গ্রামবাসীদের সঙ্গে সে দুর্ব্যবহার করত। বছর তিরিশের তরুণী মঙ্গলাকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় দরজা বন্ধ করেই সময় কাটাত সনাতন। এই সব বিষয়ই এবার স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা পুলিশের। সনাতন ও মঙ্গলাকে মুখোমুখি জেরা করা হবে বলেও জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই নিজের সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আসে মঙ্গলা। শিশুটির শরীরে ঢোকানো ছিল সাতটি সুহচ। তাকে পাঠানো হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে ২২ জুলাই ভোররাতে মৃত্যু হয় শিশুকন্যাটির। তারপরই মা মঙ্গলা গোস্বামীকে গ্রেফতার করা হয়।

কোতুলপুরের মির্জাপুর হাইস্কুলে ভূতের গুজব ছড়িয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ কোতুলপুরের মির্জাপুর হাইস্কুলে ভূতের গুজব ছড়িয়েছে এক মহিলা তান্ত্রিক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুলে এক ছাত্রী স্কুলের বাথরুমে পড়ে গিয়ে অসুস্থ হওয়ার পর তাকে স্থানীয় বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা এক মহিলা তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে ওই তান্ত্রিক তার ভুত ছাড়িয়ে দেয় এবং বলে যে স্কুলের বাথরুমে তাকে ভূতে ধরেছে। ওই স্কুলের এক ছাত্র কিছুদিন আগে আত্মঘাতী হয়। সে স্কুলকে খুব ভালবাসত। তাই তার আত্মা সম্পা কুণ্ডু নামে ওই ছাত্রীকে ধরেছে এবং রীতিমতো যাগযজ্ঞ করে সম্পার শরীর থেকে ভূত ছাড়িয়ে দেয়। ওই ঘটনার কথা এলাকায় চাউর হওয়ার পর তা স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। বাথরুমে ঢোকার পর একের পর এক ছাত্রী আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যদিও এদিন স্কুল বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে ছাত্রীদের আতঙ্ক কাটাতে সোমবার স্কুলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতা শিবির হয়েছে। এদিন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা স্কুলে গিয়ে বিভিন্ন কুসংস্কার ও অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। পাশাপাশি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একজন লেডি কাউন্সেলার ছাত্রীদেরকে কাউন্সেলিং করেন। অনুষ্ঠানে কোতুলপুরের বিডিও গৌতম দত্ত, জেলা সর্বশিক্ষা অভিযান দপ্তরের দুই আধিকারিক সহ প্রায় দেড়শো অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। কোতুলপুরের বিডিও গৌতম দত্ত বলেন, স্কুলে ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক কাটাতে এদিন বিজ্ঞানমঞ্চের কর্মীদের দিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। মির্জাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহানন্দ কুণ্ডু বলেন, এদিন সকালে দু'টি পিরিওড হওয়ার পর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখে ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক কেটে গিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে বহু ছাত্রী এদিন স্কুলের শৌচালয়ে সাহসের সঙ্গে ঢুকে প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যে ভূতের ভয় আর নেই। স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী শিল্পা দে বলে, এতদিন সে ভূতের ভয় পেত। কিন্তু ভূত বলে বাস্তবে যে কিছু নেই, এদিনের সচেতনতা শিবির থেকে তা বুঝতে পেরেছি। তাই দু'দিন আগে যে শৌচালয়ের ধারে কাছে যেতে ভয় পেত আজ সেখানে সাহসের সঙ্গে ঢুকতে পেরেছি। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে মির্জাপুর হাইস্কুলের শৌচালয়ে ভূত রয়েছে বলে গুজব ছড়ায়। তার জেরে শৌচালয়ে ঢোকার পর আতঙ্কে অন্তত ১৫ জন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাদের মাথা ঘোরানো, শরীর ঝিমঝিম করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। কেউ কেউ আতঙ্কে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। গোটা ঘটনায় অভিভাবক সহ এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অন্যান্য ছাত্রীদের মধ্যেও তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনা খতিয়ে দেখা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ছাত্রীদের কাউন্সেলিং করানো হয়। সোমবার ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে স্কুলে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বাঁকুড়া শহরে বাড়ছে মশার উপদ্রব, অতিষ্ঠ শহরবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মশার উৎপাতে জেরবার বাঁকুড়া শহরের বাসিন্দারা। গত কয়েকদিনে মশার দাপট অনেকটাই বেড়েছে। পৌরসভার পক্ষ থেকে মশা নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। বাঁকুড়া শহরবাসীর এমনটাই অভিযোগ। বাঁকুড়া পৌর এলাকায় একদিকে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে, অন্যদিকে নর্দমাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। মশার লার্ভা নিয়ন্ত্রণের জন্য পৌরসভা থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। গত ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে বাঁকুড়া শহরের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৯৪৯৫৪, ১১৪৮৭৬ ও ১২৮৭৮১ জন। বর্তমানে দেড় লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা রয়েছে এই শহরে যা জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। লালবাজার কামারপাড়ার বাসিন্দা অনন্ত চ্যাটার্জ্জী বলেন, বাঁকুড়া শহরে তীব্র মশার উৎপাত। গত সপ্তাহের বৃষ্টির পর মশার উৎপাত বহুগুণ বেড়ে গেছে। প্রায় ২৪ ঘন্টাই মশার ধূপ দিয়ে থাকতে হচ্ছে। যে কোন সময় ম্যালেরিয়া বা ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়তে পারে ভেবে তারা আতঙ্কিত। ইন্দারাগোড়ার বাসিন্দা তপন খাঁ ও সত্য পালের একই বক্তব্য। তাঁদের অভিযোগ, শহরের বেহাল নর্দমার জন্য মশা বাড়ছে। পৌরসভা থেকে এই মুহূর্তে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ২০১৬ সালে ১০ জুন থেকে বাঁকুড়া শহরে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুদা) ও বাঁকুড়া পৌরসভার সঙ্গে যৌথভাবে এবিষয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল। জুন মাস ম্যালেরিয়া মাস। বাঁকুড়া পৌর এলাকার ২৪টি ওয়ার্ডের ২৭৫০৮টি বাড়ি ও ১ লক্ষ ২৮ হাজার ২৫৫ জন বাসিন্দার ওপর সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই সমীক্ষায় ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গি রোগের বাহক মশার লার্ভার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ফের মশার উৎপাত ব্যাপক হারে বেড়ে চলায় আতঙ্কিত শহরবাসী। বাঁকুড়ার উপ-পৌরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল বলেন, বৃষ্টির পর শহরে মশার উৎপাত বেড়েছে। শহরের নর্দমাগুলি নিয়মিত পরিষ্কারে জোর দেওয়া হয়েছে। বসতি এলাকাগুলিতে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। মশার লার্ভা নিধনের জন্য ব্লিচিং ও তেল ছড়ানো হচ্ছে। পৌরসভায় যে একটি 'ফগিং মেশিন' বা ধোয়া দেওয়ার যন্ত্র রয়েছে তা বর্তমানে বিকল রয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে দুটি যন্ত্র সাময়িক নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। তাছাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে দুটি এরকম যন্ত্র কেনার ভাবনা-চিন্তা চলছে। দিলীপবাবু বলেন, মশা নিয়ন্ত্রণ যেহেতু পৌরসভার একার দায়িত্ব নয়, তাই শীঘ্রই সচেতনতা প্রসার কর্মসূচিতে নামা হবে।

বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদীতে স্ল্যুইসগেট তৈরি করে জল নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ গন্ধেশ্বরী নদীকে একটু উদ্যোগ নিলে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব এমনটাই মনে করছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের বক্তব্য, গন্ধেশ্বরী নদীতে জল ধরে রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। জেলার জনপ্রিয় পরিবেশ প্রেমী সংগঠন 'মাই ডিয়ার ট্রিজ এণ্ড ওয়াইল্ডস'-এর সদস্যদের এমনটাই বক্তব্য। এই সংগঠনের সভানেত্রী ঝর্ণা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়া পাহাড়ের কোল থেকে বেশ কয়েকটি জোড় বা ছোট নালা বেরিয়ে এসে একটি ছোট নদীতে মিশেছে। আবার সেই ছোট নদীটি গন্ধেশ্বরী নদীতে এসে পড়েছে। ঝর্ণাদেবীর বক্তব্য, এই জোড়গুলির জল যাতে ছোট নদীটিতে সহজে এবং ঠিকঠিক মিশতে পারে সেজন্য সেগুলি সংস্কার করা দরকার। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে এই সংস্কার করানো সম্ভব। জোড়গুলি ও ছোট নদীটির পলি ও বালি তুলে ফেলার পাশাপাশি পাহাড়ের কোল ঘেঁসে থাকা জলধারটিকেও সংস্কার করা দরকার। এতে জলধারটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে। এতে একটি লকগেট বসিয়ে বর্ষার জল আটকে রেখে ধীরে ধীরে সারা বছর জুড়ে ছাড়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব। এতে গন্ধেশ্বরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণও সম্ভব। একই বক্তব্য মানকানালী এলাকার অহীভূষণ দাসের। তার বক্তব্য, গত ২০০৬ সালের মে মাসে 'গন্ধেশ্বরী বাঁচাও কমিটি'-র পক্ষ থেকে নদিটি সংস্কার, নদীগর্ভে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা ও নদী পাড়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধির দাবিতে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ অবস্থান করা হয়। এই বিক্ষোভ অবস্থানে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, তৎকালীন জেলাশাসক প্রভাত কুমার মিশ্র জানিয়েছিলেন, গন্ধেশ্বরী নদীতে জল ধরে রাখার কাজ শুরু হয়েছে। প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা খরচ করাও হয়েছে। গন্ধেশ্বরী নদীর অববাহিকায় ২০ থেকে ২৫ ফুট গভীর ৪টি জলাধার তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গন্ধেশ্বরীর উৎসস্থল থেকে বাঁকুড়া শহরে নেমে আসার পথে কয়েকটি ধাপে এই জলাশয়গুলি তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে এবং কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের তদারকিতে একাজ হচ্ছে বলেও তিনি জানান। অহীভূষণবাবুর বক্তব্য, সেই প্রকল্প রূপায়িত হয়নি। বাঁকুড়া শহরের রানীগঞ্জ মোড় এলাকার বাসিন্দা ৭০ উর্দ্ধো তন্ময় নন্দী ও যদু নন্দী বলেন, এক সময় এই নদী বিভিন্ন গন্ধযুক্ত পুষ্প গাছে শোভিত ছিল। সেই থেকেই সম্ভবতঃ নদীটির নাম হয়েছে গন্ধেশ্বরী। এই নদী গর্ভে বসে প্রকৃতির ছবি আঁকতেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ। এই নদীর তীরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। বিখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই নদীতীরে ভ্রমণ করতেন। এই নদীতে পৌরসভার আবর্জনা ও নিকাশিনালা জল পড়ে তা দূষিত হয়ে পড়েছে। এই সব আবর্জনার পচা গন্ধে ভরে উঠেছে গন্ধেশ্বরী। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ধারণা, এই পচা গন্ধের জন্যই সম্ভবতঃ নদীটির নাম হয়েছে গন্ধেশ্বরী। তাঁদের বক্তব্য, নদীটিকে ফের জীবিত করে তোলা দরকার। এই নদী বাঁকুড়ার মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। বাঁকুড়া শহরের রামপুর এলাকার অনুসূয়া ব্যানার্জ্জী বলেন, গত বছর তিনি শুনেছিলেন, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে শালতোড়া, ছাতনা ও বাঁকুড়া-২ ব্লকের পক্ষ থেকে গন্ধেশ্বরী পাড়ে হাপা কাটা হবে। সেই হাপাগুলিতে বর্ষার জল ধরে রাখা হবে। সেই জল চুঁইয়ে গন্ধেশ্বরী নদীতে পড়ে সারা বছর তা ভিজে থাকবে। এই কর্মসূচি নিয়ে সভাধিপতি ও জেলাশাসক গত বছর পদযাত্রাও করেন। গন্ধেশ্বরী নদীতে জল ধরে রাখার সব প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার বলে তিনি জানান।

মেডিক্যাল কলেজ গড়ার উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বেসরকারি সংস্থা লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠবে পুরুলিয়ায়। এছাড়াও জেলার সাঁওতালডি থানার পাহাড়িগোড়া লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে করপুরবাগান এলাকায় পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের গা ঘেঁসে ওঠা একটি মালটি স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু হচ্ছে আগামী ১৫ আগষ্ট। এক সাধারণ সভায় একথা জানান পাহাড়িগোড়া লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক জগদীশ মাহাতো। জগদীশবাবু বলেন, মাদার টেরেসা লায়ন্স হাসপাতাল এণ্ড রিসার্চ সেন্টার নামে ওই চিকিৎসা কেন্দ্রটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, পুরুলিয়া জেলা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম পিছিয়ে পড়া জেলা হওয়ায় এই জেলার মানুষের জন্য বিভিন্ন জনহিতকর উদ্যোগ নিচ্ছে এই ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্স ক্লাব। আপাতত মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালটিতে কোন লাভ না রেখে চিকিৎসা করা হবে। তিনি বলেন, পুরুলিয়া জেলায় এখনও চিকিৎসা ব্যবস্থার অবস্থা শোচনীয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামোর অভাবেই মূলত চিকিৎসকরা এখানে উন্নতমানের চিকিৎসা করতে পারেননা। কিন্তু তাদের এই হাসপাতালটিতে সব ধরণের চিকিৎসার জন্য উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা থাকছে। জগদীশবাবু আরও বলেন, সম্প্রতি বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে নামি দামী বেসরকারী হাসপাতালগুলিতে রোগী ভর্তি করার পর হিসাব বহির্ভূতভাবে প্রচুর বিল করা হয়েছে। পুরুলিয়ার মানুষের পক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ খরচ করে চিকিৎসা করানো অসম্ভব। হাসপাতালটি স্থাপন করার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিও মাথায় রেখেছেন তাঁরা। লায়ন্সের উদ্যোগেই পুরুলিয়ায় মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই জমি কেনা সহ যাবতীয় আবেদন তাঁরা করেছেন বলে জানান জগদীশবাবু।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নো অবজেকশন ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। তার পরই জোর কদমে অন্যান্য কাজ এগিয়ে চলেছে। মেডিক্যাল কলেজটি স্থাপন করা গেলে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার চেহারা অনেকটা পাল্টে যাবে বলে মনে করেন তিনি। জগদীশবাবুর আশা, আগামী এক বছরের মধ্যে গড়ে উঠবে ওই হাসপাতালটি।

বাঁকুড়ার লালবাজারে খুঁটি পূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার অন্যতম দূর্গাপূজা কমিটি 'লালবাজার সার্বজনীন' সোমবার তাদের প্যাণ্ডেলের খুঁটি পূজা করে। বাঁকুড়া পৌরসভার উপ-পৌরপ্রধান দিলীপ আগরওয়ালের উপস্থিতিতে এই খুঁটি পোঁতা হয়। এই দূর্গাপূজা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মনোজ সরকার ও আশীষ হালদার বলেন, এবার তাঁদের দূর্গাপূজা ৪৯তম বর্ষে পড়েছে। এবার তাঁরা দেবী দূর্গাকে বসুন্ধরা বা প্রকৃতির দেবী হিসাবে ফুটিয়ে তুলতে চান। নদী, পাহাড় ও বন ইত্যাদি সহ প্রাকৃতিক দৃশ্য এবার তাদের থিম। মনোজবাবুর বক্তব্য, প্যাণ্ডেলে ঢুকলে যাতে দর্শকরা মনে করেন যে তাঁরা যেন কোন পাহাড়ের কোলে বা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার তাঁরা ১২ লক্ষ টাকার বাজেট করেছেন। মেজিয়ার শিল্পী তৈরি করবেন প্রতিমা এবং কোতুলপুরের গেলিয়ার রাজু বৈরাগী তৈরি করবেন প্যাণ্ডেল। জেলার শিল্পীদের এবার তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন বলেও জানান। তবে আলোকসজ্জা করবে দূর্গাপুরের শিল্পীরা। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর ধরে বাঁকুড়া লালবাজার সার্বজনীন কমিটির দূর্গাপূজা জেলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দূর্গাপূজা আয়োজনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলার প্রথম স্থান দখল করে তারা বিভিন্ন পুরস্কারও পেয়েছে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দফায় দফায় সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে শনিবার ও রবিবার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় তালডাংরার রাজপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দলের একাংশ রাজপুর গ্রামে একটি সভা করে। সভার শেষে রাতে দু'পক্ষের মধ্যে বচসার জেরে উভয়ের মধ্যে মারপিট হয়। তাতে দলের এক কর্মী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং তারই জেরে অপরপক্ষ রবিবার সকালে বিপক্ষের লোকজনকে মারধর করে। তাতে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় দু'পক্ষের মোট ৪ জন জখম হন। তাঁদের মধ্যে ১ জনকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদেরকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা করানো হয়েছে। ওই এলাকার এক তৃণমূল নেতা প্রদীপ প্রতিহার বলেন, দলেরই একাংশ উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কিছু কর্মী দলেরই একাংশের উপর চড়াও হয় এবং মরধর করে। ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অপর পক্ষের এক তৃণমূল নেতা নিতাই চক্রবর্তী বলেন, আমাদের কয়েকজন কর্মীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মরধর করা হয়েছে। গোটা ঘটনাটি দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র ও তালডাংরা থানার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দু'টি গোষ্ঠী রয়েছে। একটি বিষ্ণুপুরের বর্তমান বিধায়ক তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও অপরটি প্রাক্তন বিধায়ক শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। শনিবার শ্যামবাবুর অনুগামী নিতাই চক্রবর্তী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতারা রাজপুর গ্রামে উস্কানিমূলক বক্তৃতা করে বলে অভিযোগ। তারই জেরে শ্যাম অনুগামীরা তুষার অনুগামীদের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে। রবিবার সকালে তারই পালটা হিসাবে বিপক্ষের লোকজন আক্রমণ করলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে দু'পক্ষের মোট চারজন জখম হন। তাঁদের মধ্যে ১ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও তুষারবাবু অথবা শ্যামবাবু ওই ঘটনা সম্পর্কে কেউ কিছু প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.-54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile: 9609538713, 9775781615
Phone: 03211-255222

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail: abgapex@gmail.com
abgapex@rediffmail.com
আরামবাগ